কুষ্টিয়ায় মাছ ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় ৩ আসামি গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম ওরফে নান্নু
(৪৫) হত্যা মামলায় আরো তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার খিলগাঁও এলাকা থেকে আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া র্যাব-১২, সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার লে. কমান্ডার বি এন এম আবুল হাশেম সবুজ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের আতাহার আলীর ছেলে মো. সবুজ আলী (৪৩), হেলাল উদ্দিনের ছেলে মো. বাবু (২৫) ও মো. আতাহারের ছেলে মো. সুমন (৪২)।

নিহত নান্নু উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক।

কুষ্টিয়া র্যাব -১২, সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার লে. কমান্ডার বিএন এম আবুল হাশেম সবুজ জানান, গত ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় ইফতার শেষে মোটরসাইকেল করে নান্নু কেশবপুর এলাকায় তার ইজারাকৃত পুকুরে মাছ পাহারা দিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে নান্নুকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে এবং কলাবাগানে লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরদিন নিহতের ভাই বাদী হয়ে কুমারখালী থানায় ১৬ জনকে আসামি করে মামলা করেন।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই দিন রাতেই নিহত নান্নুর সমর্থকরা বেশকিছু ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এসব ঘটনায় কুমারখালী থানায় দুইটি পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে।

হত্যা মামলায় ঘটনার দিন আটককৃত যদুবয়রা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিজান গ্রেফতার হন। তিনি বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছেন।

চাঞ্চল্যকর নান্নু হত্যা মামলার পলাতক তিনজন আসামিকে যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা শাখায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে পৃথক ঘটনায় ৩ প্রতারক আটক

মেহেরপুর জেলা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে কোরিয়া প্রবাসীর কাছে ৬০ লক্ষ হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক চক্রের ওই নারীসহ দুইজনকে গ্রেফতারের পর এমন তথ্য পেয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বগুড়া জেলার শাহাজানপুর উপজেলার কুড়িপাড়া সুজাবাদের মধ্যপাড়া এলাকার মৃত কলিমদ্দিন আকন্দের ছেলে আজাদুল ইসলাম ওরফে আজাদ (৪৬) ও তার স্ত্রী তহমিনা আক্তার (৩০)।

আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩ টার দিকে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল আলমের নেতৃত্বে একটি টিম আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন। পরে দুপুরে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলা পাড়া গ্রামের আয়ূব আলীর ছেলে সোহেল রানা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা পরিচয়ধারী মনিকা খ্তুনসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করে সদর থানায় ধারা ৪০৬/৪২০ পেনালকোড প্রতারণার অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ২৫, তারিখ ১৮/০৭/২৩ ইং।

মামলার অন্যান্য আসামিরা হলেন, তহমিনা আক্তার, নাজাতারা বেগম, আলিফা বেগম, রফিকুল ইসলাম, তানজিলা বেগম, আবু তালেব, মোছা: রেহেনা বেগম, জাহাঙ্গীর আলম, মোছা: ছাহেরা বেগম, মোছা: আনোয়ারা বেগম। এছাড়া অজ্ঞাত ৬/৭ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, বাদীর ভাই কোরিয়া প্রবাসি সাঈদ হাসান বাপ্পি ২০১৮ সালে কোরিয়াতে গমন করেন। সে সময় থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মনিকা খাতুন পরিচয়দানকারী একজনের পরিচয় হয়। প্রথমে গল্প আড্ডা মারলেও পরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে মনিকা প্রবাসি সাঈদ হাসানের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে অল্প অল্প টাকা নেয়া শুরু করেন। পরে তার বাবার অসুস্থতা ও মৃত্যু, মায়ের অসুস্থতা ও মৃত্যু, বাবার জমি সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন ও পুলিশের হাতে আটকের নাটক সাজিয়ে প্রায় ৬০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। রেমিট্যান্স, এজেন্ট ব্যাংকিং ও বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে এই টাকা হাতিয়ে নেন মনিকা ও তার লোকজন।সাঈদ হাসান বাপ্পিকে মামলার ভয় দেখিয়ে ও বিপদে ফেলার ভয় দেখিয়েও টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই প্রতারক চক্রটি।

অপরদিকে, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাঁড়িবাঁকা গ্রামের মিলন হোসেনের দায়ের করা প্রতারণা মামলার আসামি সাইফুল ইসলামকে নিলফামারী থেকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, বাঁড়িবাগ্রামের ইবাদত আলী ও সাইফুল ইসলাম অংশিদারভিত্তিতে ব্যবসা করতেন। বিভিন্ন স্থানে মাল দিয়ে ৫০ লাখ টাকা উত্তোলন করে পালিয়ে যান সাইফুল ইসলাম। এই ঘটনায় ইবাদত আলী প্রতারণার অভিযোগ এনে ব্যবসায়ীক পার্টনার সাইফুল ইসলামসহ চারজনকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে তার অবস্থান নিশ্চিত করে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে তরমুজ ও আনারসের দোকানে ভোক্তা অধিকারের

অভিযান

মেহেরপুরে তরমুজ ও আনারসের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) দুপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার,পুরাতন বাস স্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন অস্থায়ী দোকান ও আরতে অভিযান পরিচালনা করে তরমুজ অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি না করতে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

এসময় মেহেরপুর পুলিশের লাইনের একটি টিম উপস্থিত থেকে অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

আলমডাঙ্গায় বেশি দামে গরুর মাংস-মুরগি বিক্রি, চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে গরু ও মুরগি বিক্রির ঘটনায় আলমডাঙ্গায় চার ব্যবসায়ীকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ আদালত পরিচালনা করেন। তিনি পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার তদারকির সময় এ জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস আদালত সম্পর্কে বলেন, বুধবার দুপুরে পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছিল। এসময় মাংস ও মুরগি বাজারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এমন অভিযোগে ওই

এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

তিনি আরো বলেন, সরকারি ভাবে ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন খরচ ১৪৫ টাকা ৭৮ পয়সা। তা উৎপাদক পর্যায়ে ১৫১ টাকা ৮১ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ১৬২ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ১৭৫ টাকা ৩০ পয়সা দরে বিক্রি করতে হবে। একই ভাবে গরুর মাংসের উৎপাদন খরচ ৫৮৭ টাকা ৫০ পয়সা। উৎপাদক পর্যায়ে গরুর মাংসের কেজি ৬০৫ টাকা ১৩ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ৬৩১ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ৬৬৪ টাকা ৩৯ পয়সা বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাই ভোক্তা সংরক্ষণ আইনে মাংস ব্যবসায়ী মজিবর রহমানকে তিন হাজার টাকা, লিজু আলীকে দুই হাজার টাকা, মুরগি ব্যবসায়ী ইমন হোসেনকে দেড় হাজার টাকা, সোলেমান আলীকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আলমডাঙ্গার পুকুর সংস্কারের নামে মাটি কেটে বিক্রয়, একজনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার পোয়ামারী গ্রামে স্কোভেটর দিয়ে পুকুর সংস্কারের নামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে আমির হোসেন নামে এক ব্যাক্তিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করেন। একই সময়ে ওই ব্যক্তিকে অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড ঘোষনা করলে জরিমানার টাকা পরিষোধ করা হয় ।

অভিযুক্ত আমির হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার পোয়ামারী গ্রামের মৃত জিয়ামদ্দিনের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারী গ্রামের আমির হোসেন। গত কয়েকদিন যাবৎ পুকুর সংস্কারের জন্য

দায়িত্ব দেন হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে। সে পুকুর সংস্কারের নামে ওই পুকুরের মাটি কেটে ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছিল। এতে মাটি পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক্টর চলাচলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় ওই পুকুরের মালিক আমির হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ঘোষনা করা হয়। এ সময় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমান জরিমানার টাকা তাৎক্ষণিক পরিষোধ করেন।

মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় বিএনপির ৭ নেতার জামিন

নাশকতার অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা মামলায় বিএনপি ও অঙ্রগ সংগঠনের ৭ নেতা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) বিকালে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন দেন।

জামিনপ্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর রহমান।

এদিকে বিএনপি সহযোগী সংগঠনের এই ৭ নেতা সন্ধ্যায় কারাগার থেকে বের হলে কারাফটকে ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন তাদের ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এর আগে একই মামলায় সাবেক

সাংসদ মাসুদ অরুন জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

২০২৩ সালে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় নাশকতার অভিযোগ এনে সদর থানা পুলিশ পৃথক দুটি মামলা দায়ের করে।

মামলা দুটিতে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর রহমানকে আসামি করা হয়।

মামলায় মাসুদুর রহমানসহ অন্যান্যরা উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়েছিলেন।

গত ১০ মার্চ দুপুরে মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিনের আবেদন করলে বিচারক আবু বক্কর সিদ্দিক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের মিথ্যা মামলায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জেলে যান।

গাংনীতে ১২ মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

১২ টি মামালায় বিভিন্ন মেয়াদে ১২টি সাজাপ্রাপ্ত পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামী শেখ লুৎফর রহমান জুয়েল(৩৩)কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর সিপিস-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

শেখ লুৎফর রহমান জুয়েল সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নাজিমগঞ্জ বাজার এলাকার মোঃ আব্দুল ওহাবের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) ভোররাতের দিকে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর সিপিস-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কেদারগঞ্জ বাজারের মহিলা কলেজ রোডে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর সিপিস-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত জুয়েল সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার সিআর-২২৮/১৯, সিআর-৩৩৭/১৯, সিআর-৭০/১, সিআর-১৯৭/১৯, সিআর-৫৫/১৯, সিআর-৩১৫/১৯, সিআর-৩৪২/১৯, সিআর-৩৩৬/১, সিআর-৩২৩/১৯, সিআর-৪২৪/১৯, সিআর-৩২০/১৯, সিআর-৩৪১/১৯ নং মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত। সে দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কালীগঞ্জ থানায় হস্তাস্তর করা হয়েছ।

দর্শনায় গাঁজাসহ ইজিবাইক চালক জনি গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী ইজিবাইক চালক জনি আক্তারকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের নতুনপাড়ায়। এসময় গ্রামের নতুনপাড়ার জনৈক মোসলেম উদ্দীনের বাড়ির সামনে রাঙ্গিয়ারপোতা- সিংনগরগামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে সিংনগরগামী একটি ইজিবাইকের গতিরোধ করে তাতে তল্লাসী চালিয়ে চালকের হেফাজত হতে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সহ চালক জনি আক্তারকে (২৪) গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের পুরাতনপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

সেই সাথে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীর নিকট হতে মাদক বহনকাজে ব্যবহৃত একটি নীল রংয়ের পুরাতন তিন চাকা বিশিষ্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ইজিবাইক উদ্ধার পূর্বক জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৮ই মার্চ) দুপুর ২টার সময় মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ঘোষপাড়া গ্রাম থেকে আবিরা খাতুন এবং মুজিবার রহমান নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

আটককৃত আবিরা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ঘোষ পাড়ার আজিবার রহমানের স্ত্রী ও মজিবার রহমান একই গ্রামের নজবুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে গোপন ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মুজিবনগর উপজেলা দারিয়াপুর ঘোষপাড়া এলাকা অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ সনের ৩৬
(১) সারণীর ১৪(ক) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

গাংনীতে ক্লিনিক মালিককে ১ বছর কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল ও গাংনী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক হাফিজুর রহমানকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক লাখ টাকা জরিমানা ও হাসপাতালটি বন্ধ করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।

নানা অব্যবস্থাপনা, ক্লিনিকের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি না থাকা, মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স, দক্ষ চিকিৎসক, সেবিকা ও সার্জিক্যাল সরঞ্জামাদি না থাকার অভিযোগে এই দণ্ডাদেশ ও জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এই দণ্ডাদেশ দেন।

এসময় মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ মহী উদ্দিন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মারুফ, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মহী উদ্দিনের নেতৃত্বে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ২ ঘন্টা ব্যাপি ওই ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমা আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট নাদির হোসেন শামীম বলেন, ২০০৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আই নের ৫২ ধারায় ক্লিনিকের মালিক হাফিজুর রহমানকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ, এক লাখ টাকা জরিমানা ও হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল ও গাংনী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের হাসপাতাল বিভাগ পরবর্তি নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (১৭ মার্চ) বিকালে গাংনী উপজেলার দেবিপুর গ্রামের সেলিমের স্ত্রী পান্না খাতুন ভুল চিকিৎসায় মারা যান। পরে

গভীর রাত পর্যন্ত নিহতের স্বজনদের সাথে মিটমাট করার জন্য ২ লাখ টাকার বিনিময়ে দফারফার চেষ্টা করেন ক্লিনিক মালিক। এছাড়া সংবাদ পত্র নিউজ বন্ধ করতে দৌড়ঝাঁপ করেন।